আহলেহাদীছদের সংগ্রামী চেতনা

প্রকাশক:

হাফেয মুকাররম
বাউসা হেদাতীপাড়া, তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৭২২-৬৮৪৪৯০, ০১৭১৫-২৪৯৬৯৪

প্রকাশকাল:

প্রথম প্রকাশ:
জুলাই ২০০৫ খৃ:
প্রকাশক:
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আবুল হাসান
তাহের বস্ত্রালয়, কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

দ্বিতীয় সংস্করণ:

ফেব্রুয়ারী ২০১১ খৃ:
মাঘ ১৪১৭ বাংলা
ছফর ১৪৩২ হিজরী

কম্পোজ:

আছ-ছিরাত কম্পিউটার্স
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী। ফোনঃ ০১৭২২-৬৮৪৪৯০

মুদ্রণে: সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ
সপুরা, রাজশাহী। ফোন: ৭৬১৮৪২

প্রচ্ছদ ডিজাইন : আল-মারূফ, সুপার কম রিলেশন
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী। মোবাইল ০১৭১৬ ০৭৭৮৩৩

নির্ধারিত মূল্য: ১২ (বার) টাকা মাত্র।

---

*AHLE HADEESDER SONGRAMI CHETONA By **Muzaffar Bin Mohsin** Published by: **Hafiz Mukarram,** Bausha Hedatipara, Tethulia, Bagha, Rajshahi, February 2009. Mobile: 01722-684490, 01715-249694. Fixed Price: 12.00 only.*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

আহলেহাদীছদের সংগ্রামী চেতনা

প্রসঙ্গ কথা :

‘হে চির অজেয় আহলেহাদীছ জামা‘আত! তোমার সেই আপোষহীন সংগ্রামী চেতনা কোথায়?’ নিবন্ধটি গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীকের মে ২০০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর সুধী মহলের আবেদনে জুলাই’০৫ সালে পুস্তক আকারে প্রকাশ পায়। কিছুদিনের মধ্যেই এর সমস্ত কপি শেষ হয়ে যায়। দীর্ঘ বিরতীর পর ‘আহলেহাদীছদের সংগ্রামী চেতনা’ নামে পুনরায় প্রকাশিত হল। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত গভীর রাতে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে তৎকালীন কথিত জোট সরকার ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে। অতঃপর জঙ্গীবাদের মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে তাঁদের উপর প্রায় ডজন খানেক মিথ্যা মামলা চাপায়। সারা দেশেই বহু নেতা-কর্মী এই অত্যাচারের শিকার হয়। আহলেহাদীছদের উপর কায়েম করা হয় ত্রাসের রাজ্য। তারা জেল-যুলুমসহ অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়।

আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ অনুগ্রহে যাবতীয় অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়। যার ফলে দীর্ঘ দেড় বছর কারাভোগের পর ২০০৬ সালের ৯ জুলাই কেন্দ্রীয় শীর্ষ তিন নেতা মুক্তি পান। অতঃপর দীর্ঘ তিন বছর ৬ মাস ৬ দিন কারা নির্যাতনের পর ফখরুদ্দীন সরকারের সময় ২০০৮ সালের ২৮ আগস্ট কারামুক্ত হন প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

আহলেহাদীছদের সেই নির্মম ক্রান্তিকালে হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ সমুদ্রের গর্জনের মত বিস্ফোরিত হচ্ছিল। তারই ফসল এই কালের সাক্ষী; যা আহলেহাদীছ ঘরের সন্তানদেরকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যে বলিয়ান হওয়ার প্রতি প্রেরণা যোগাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের প্রত্যাশা কবুল করুন- আমীন!!

বিনীত
মুযাফফর বিন মুহসিন

আহলেহাদীছদের সংগ্রামী চেতনা

পরিচিতি :

‘আহলেহাদীছ’ চিরন্তন সত্যের আলোকবর্তিকায় উদ্ভাসিত দুর্দমনীয় ঐতিহাসিক কাফেলার নাম। ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত বিধানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক তাওহীদী জাগরণ। এর বীর সেনানীগণ সেই চির শাশ্বত সংবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন নিরঙ্কুশ আন্দোলন পরিচালনা করেন, তেমনি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে শিরক-বিদ‘আতের আগ্রাসন, অপসংস্কৃতির হিংস্র ছোবল ও জাতীয়-বিজাতীয় ভ্রান্ত মতবাদের নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধেও মরণপণ সংগ্রাম করেন। তাইতো একটি সুন্নাতকে অক্ষত রাখতে, মাতৃভূমির এক ইঞ্চি মাটিকে সংরক্ষণ করতে তাদেরকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে দেখা যায়; দেখা যায় তীক্ষ্ণ তরবারীর নীচে হাস্যোজ্জ্বল জান্নাতী চেহারায় শহীদী রক্তে রঞ্জিত হ’তে; দেখা যায় হাসিমুখে কালাপানির যন্ত্রণা ও দীপান্তরের ভাগ্যবরণ করতে; যুগ যুগ ধরে কারারুদ্ধ থেকে ক্ষুৎপিপাসায় কালাতিপাত করতে; অবশেষে দেখা যায় সেখানেই শাহাদতের স্বর্গীয় সুধা পান করতে। ইসলাম ও মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আহলেহাদীছগণের উপরিউক্ত অসাধারণ কৃতিত্ব চির ভাস্বর।

তবুও তাঁরা চিরদিনই আপোসহীন, মহা সংগ্রামী, অদম্য অগ্রগামী। এমনিতেই কি সর্বযুগের জগদ্বিখ্যাত মনীষীগণ আহলেহাদীছদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ? সর্বশেষ বিশ্ববরেণ্য আপোসহীন মুহাদ্দিছ, রিজালশাস্ত্রের অনন্য জ্যোতিষ্ক শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী *(১৩৩৩-১৪২০হিঃ)* শেষ বিচারের বিভীষিকাময় দিনে আহলেহাদীছগণের সাথে একত্রিত হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আকুল প্রার্থনা করেন এবং তাঁদের চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১]

হে রাসূলের আদর্শের অনন্য প্রতীক! তুমি কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সর্বোত্তম আদর্শকে নিজের সার্বিক জীবনে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছ? তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন-সুন্নাহ্‌র আসল রূপ অক্ষত রাখতে তুমি কি বলিষ্ঠ ভূমিকায় বলিয়ান? একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ, তুমি আজ তোমার

---

১. শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮২, হা/২৭০-এর ভাষ্য দ্রঃ।

দায়িত্ব হ'তে কোথায় নিক্ষিপ্ত হয়েছ! আল্লাহ প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ সংবিধান আজ সর্বত্র ভূলুণ্ঠিত, শিরক-বিদ'আত, যাবতীয় কুসংস্কার ও বিজাতীয় অপসংস্কৃতির কালো থাবায় কলুষিত। তাই তুমি সেই গৌরবের পানে আবার ফিরে এসো! শক্ত হস্তে তোমার দায়িত্বভার গ্রহণ কর! তোমার কি মনে পড়ে না স্মরণকালের সাক্ষী তায়েফের রক্তাক্ত ইতিহাস? ঐশী বিধান চির অক্ষুণ্ন রাখার বদর, ওহোদ, খন্দকের উদ্দীপ্ত ঐতিহ্য?

হে ছাহাবীদের প্রকৃত উত্তরসূরী! তোমার মধ্যে কি আজ আবুবকরের দীপ্ত চেতনা বিদ্যমান নেই? ন্যায়ের পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য খড়্গ, বিশ্ব বিজয়ী বীর ওমরের মত সিংহের গর্জন তুমি কি শুনতে পাও না? বেলাল, আম্মার, মুছ'আব বিন উমাইর, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছের ঈমানী চেতনা তোমার কোথায় হারিয়ে গেল? আলী, হামযাহ, খালিদের মত তেজোদীপ্ত হুংকার তুমি কোথায় লুকিয়ে রাখলে? ফাঁসির কাষ্ঠে দণ্ডায়মান খুবায়েবের মত আপোসহীন রুদ্রমূর্তি তুমি কি আর ধারণ করতে পারবে না? তোমার পরবর্তী অনুপ্রেরণা ওমর বিন আব্দুল আযীয, তারিক বিন যিয়াদ, ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, ইবনু তায়মিয়ার দ্ব্যর্থহীন রেনেসাঁ আর কতদিন ভুলে থাকবে?

হে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী স্মারক! ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বেহায়া ইংরেজ-খ্রীস্টান শক্তি যখন উপমহাদেশের স্বাধীনতা সূর্য ছিনিয়ে নিয়েছিল, সর্বসাধারণের রক্তপানের ক্ষিপ্রতা অব্যাহত রেখেছিল, যখন লুণ্ঠন করছিল এদেশের অমূল্য ধনরত্ন, তখন সেই হারানো স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি; বরং তাদের সঙ্গে আপোস করেছিল, কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল, সুবিধাবাদীরা তাদের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধকে হারাম বলে ফৎওয়া দিয়েছিল। আর তুমি সেদিন ঐ সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে 'শির দেগা নেহী দেগা আমামা' এই দীপ্ত শপথ নিয়ে সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, 'জিহাদ আন্দোলন'-এর শুভ সূচনা করেছিলে। ভারত উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টিকারী, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহসালার সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ ১৮৩১ সালের ৬ই মে 'বালাকোট' প্রান্তরে জিহাদী ঐতিহ্যের জ্বলন্ত স্বাক্ষর হিসাবে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত করেছিলেন, সেই রক্তের ছাপ কি

তোমার বক্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? নারিকেল বাড়িয়ার বাঁশের কেল্লার জিহাদী ঐতিহ্য, ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর তিতুমীরের গড়া শহীদী প্লাটফরম কি তোমার স্মৃতিপটে নেই? শিরক-বিদ'আত, প্রচলিত রসম-রেওয়াজ ও যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর যে ব্যাঘ্রহুংকার তাও কি তুমি আজ হারিয়ে ফেলেছ? পেশোয়ারের গৌরবান্বিত রক্তাক্ত মঞ্চের উত্তরসূরী তো তুমিই! তোমারই লহু ক্ষরণে চিত্রাংকিত হয়েছে হাযারো প্রান্তর। তুমি কি মনে করেছ, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং মাতৃভূমির সম্ভ্রম রক্ষায় পাকিস্তানী হায়েনাদের বিরুদ্ধে ৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে তোমার অবদান সামান্য? এত লক্ষ শহীদের স্বর্ণস্বাক্ষর, গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলই তার সাক্ষী। একে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তবুও তুমি আজ অবহেলিত!!

হে ইসমাঈল, আহমাদ, তিতুমীরের উত্তরসূরী! খুনরাঙ্গা তোমার সেই মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির মুখে। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলায় ভরা নয়নাভিরাম এই বাংলাদেশকে গ্রাস করার জন্য বিশ্ব সন্ত্রাসী চক্র মরিয়া হয়ে উঠেছে। তুবও কথিত দেশদরদী স্বার্থান্বেষী চক্রের ঘুম ভাঙ্গেনি। তুমি স্মৃতি মন্থন কর, কোন অপশক্তি যদি তোমার জন্মভূমির উপর আজ আক্রমণ করে, ইনশাআল্লাহ তুমিই সর্বাগ্রে বুকের তাজা তপ্ত লহু ঢেলে দিবে বাংলার যমীনে, রাঙ্গিয়ে দিবে সমগ্র পথপ্রান্তর। তোমার জন্য আবারো রচিত হবে স্বর্ণাক্ষরের ইতিহাস। যদিওবা অন্যরা প্রাণভয়ে দেশ ছাড়বে কিংবা ঐ সন্ত্রাসী শক্তির সাথে আপোস করবে, তাতে তোমার কিছুই যায় আসবে না। পিছনের ইতিহাস তো তা-ই বলে।

হে আপোসহীন অদম্য কাফেলা! বিশ্ব ইতিহাসে তুমি চির উন্নত জিহাদী প্লাটফরম হিসাবে সর্বত্রই পরিচিত। তোমার দ্ব্যর্থহীন তাওহীদী হুংকারে ইসলাম ও মাতৃভূমি বিরোধী যাবতীয় চক্রান্তের মসনদ চিরদিনই প্রকম্পিত হয়েছে। তোমার রুদ্রকঠোর বজ্রাঘাতে দেশদ্রোহী শক্তির ভিত্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তথাকথিত প্রগতির নামে নবোদ্ভাবিত মানব রচিত মতবাদকে তোমার পূর্বসূরীগণ যেমন প্রশ্রয় দেননি, তেমনি ইসলামের নামে সৃষ্ট ব্যক্তিভিত্তিক আধুনিক মতবাদকেও বরদাস্ত করেননি।

অধঃপতন :

কিন্তু তোমার দেহে আজ শিরকের দুর্গন্ধ কেন? কেন ধিকৃত বিদ'আতের কদর্যময় বিশ্রী আবরণ? ইহুদী-খ্রীস্টান ও নাস্তিকদের আমদানী করা অসংখ্য মতবাদ তোমার সমগ্র শরীরকে কেন আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে কুরে কুরে খাচ্ছে? ১৮৩২ সালে ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের সৃষ্ট বৈষয়িক জীবন থেকে ধর্মের মূলোৎপাটনকারী 'ধর্মনিরপেক্ষ' জাহেলী মতবাদ তোমার স্কন্ধে কেন আজ শোভা পাচ্ছে? এর করালগ্রাসে পড়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রভিত্তিক ইসলামী বিধান থেকে কেন তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে? জাতীয়তাবাদের হিংস্র থাবায় তোমার দেহ আজ ক্ষতবিক্ষত কেন? ১৮৬১ সালের দিকে আমেরিকার খ্রীস্টান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের আবিষ্কৃত ইসলাম বিরোধী শিরকী 'গণতন্ত্রে'র ঢেউ তোমার পবিত্র শিরা-উপশিরায় কেন আজ প্রবাহিত হচ্ছে? বিধর্মীরা যেমন নিজেরাই মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করে, তেমনি তুমিও কেন দলীয়করণের সেই নোংরা তন্ত্রের নামে নিজেরা আইন রচনা করে নিজেরাই তার পূজা করছ? আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হিসাবে তুমি কিভাবে একে মনেপ্রাণে গ্রহণ করলে? তোমার উপর ন্যস্ত আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বকে তুমি এভাবেই আছড়ে ফেলে দিলে! সোনালী যুগের খলীফা নির্বাচনের সর্বোৎকৃষ্ট ধারাকে প্রত্যাখ্যান করে এমনি করেই তুমি খ্রীস্টানী পদ্ধতি গ্রহণ করলে! ঊনবিংশ শতাব্দীতে কার্লমার্কস, লেনিন, এঞ্জেলস, রাসেল, মাওসেতুং ইহুদীদের সৃষ্ট ঈমান হরণকারী নাস্তিক্যবাদী মতবাদ কমিউনিজমের দুর্গন্ধময় আবর্জনা তোমার দোরগোড়ায় কেন? এ সমস্ত নাস্তিক্যবাদী দর্শন ও জাহেলী তন্ত্রমন্ত্রকে তুমি অতিসত্বর আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ কর! তুমি তোমার মস্তিষ্ককে কালিমামুক্ত কর, অন্তঃকরণকে বিধৌত কর, সর্বাঙ্গীন দেহকে কুরআন-সুন্নাহ্‌র শিশির ধারায় পূত-পবিত্র কর।

হে চির অজেয় আহলেহাদীছ কাফেলা! তুমি শুধু নব্য জাহেলিয়াতের মরণ ফাঁদে পড়েই সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হওনি; বরং বিংশ শতকের মাঝামাঝিতে ইসলামের ধোঁয়া তুলে উপমহাদেশে উদ্ভাবিত 'রাজনীতিই ধর্ম' এই ভ্রান্ত মতবাদও তোমার মস্তিষ্কে অক্টোপাসের ন্যায় উগ্রমূর্তি ধারণ করে আছে। ইসলামের নামে বিভ্রান্তিকর চেতনা প্রতিষ্ঠার যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছ তার পরিণাম সম্পর্কে তুমি কি জান? নিজের পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণেই

তুমি লক্ষ্য করনি তোমার মহান উত্তরসূরীরা উক্ত নব্য দর্শনের বিরুদ্ধে কেমন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তুমি একবার খুলে দেখ আহলেহাদীছ আন্দোলনের দূরদর্শী চিন্তানায়ক আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (১৯০০-১৯৬০) কর্তৃক ১৯৫৭ সালে প্রণীত **'একটি পত্রের জওয়াব'** নামক ছোট্ট পুস্তিকাটি। উক্ত মতবাদের সূচনালগ্নেই একে ধিক্কার জানিয়ে কিভাবে তিনি কুঠারাঘাত করেছেন। তুমি কেন বাংলাদেশকে ইরাক-ইরানের মত কথিত ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করছ? তোমার দেহের প্রতি ফোঁটা রক্ত স্বয়ং আল্লাহ্‌র দেয়া পবিত্র আমানত, অথচ তুমি আজ তা কোন্ পথে প্রবাহিত করছ?

উপমহাদেশে সৃষ্ট কপোলকল্পিত মিথ্যা কেচ্ছা-কাহিনীর শৈথিল্যবাদী মন্ত্র 'ইলিয়াসী' তাবলীগের ধোঁকাবাজিও তোমার হৃদয়ে আসন গেড়েছে। পীর-মুরীদী ভণ্ডামী, ফকীরী প্রতারণা, মা'রেফতী শয়তানী এবং অসংখ্য ইবলীসী তরীকার ছোঁয়াও তোমার শরীরে লেগেছে। এরূপ ইসলামী নামের শত ভ্রান্ত তন্ত্রের প্রতারণার ধূম্রজাল থেকে তোমাকে উদ্ধার করা যাচ্ছে না। তুমি তোমার অভ্রান্ত চেতনা ভুলে অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছ। কোন বিদ'আতীও তোমার দিকে তাকাতে লজ্জাবোধ করে। আহলেহাদীছ বলে পরিচয় দিতে কি তোমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয় না? আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভেজাল মর্মবাণী তোমার কর্ণকুহরে কেন প্রবেশ করে না? কেন তোমার কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না? গোলক-ধাঁধায় আটকা পড়ে রাসূলের প্রকৃত আর্দশ হ'তে তুমি আজ বহুদূর নিক্ষিপ্ত হয়েছ! তোমার যাবতীয় স্মরণীয় ঐতিহ্যের সবকিছুই আজ ভুলে গেছ!!

তোমার ভাইদের আজকের করুণ মুহূর্তে তারা যখন নিভৃতে-নির্জনে অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত করছে, তখন তুমি তাদের সামনে মুচকি হেসে উল্লাস প্রদর্শন করছ। তুমি কি ভেবে দেখেছ, তোমার সেই উল্লাসের দীর্ঘতা কতক্ষণ? তুমি ইতিহাসের পাতায় একটিবার ভ্রূক্ষেপ করে দেখ, দশ লক্ষ হাদীছের স্বনামধন্য হাফেয, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে স্বীয় নগরী বাগদাদে লক্ষ জনতার সামনে কেন বেত্রাঘাত করা হয়েছিল? কেন তাঁকে দীর্ঘদিন কারাভোগ করতে হয়েছিল? ইমাম ইবনু জারীর তাবারীকে কেন তাঁর বাড়ীতে পাথর নিক্ষেপ করে দীর্ঘদিন আটকে রাখা

হয়েছিল? কেন চার মাযহাবের বাইরে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক ফৎওয়া দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল? কোন্ কারণে মুসলিমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল? ইতিহাস খুলে দেখ, সেই ইরাক-ইরানে আরো কত অসংখ্য মর্মান্তিক ঘটনা তোমার মহান উত্তরসূরীদের উপর সংঘটিত হয়েছে। আজ আর অতদূর যেতে হবে না, তোমার দেশের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ কর নীতিহীন চতুর্মুখী স্বার্থভোগী চক্রের দিকে, যারা কেবল বাম হাতে একটু শক্তি পাওয়া মাত্রই নির্বোধ হায়েনার মত সর্বস্ব নিয়ে তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তোমার বিবেকে কি এখনো ধাক্কা লাগেনি! তুমি কি এমনই অন্ধ হয়ে গেছ!!

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শীর উদাত্ত আহ্বান :

তুমি পিছনের দিকে একটু ফিরে তাকাও! ভারত উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নবজাগরণের বিশাল ব্যক্তিত্ব আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) আহলেহাদীছ সমাজকে প্রকৃতপক্ষে একটি আন্দোলনে রূপ দেওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু উপরিউক্ত দ্বিমুখী নীতির কারণে তিনি বাহ্যিক সফলতা পাননি। আহলেহাদীছদের এই করুণ পরিণতি অবলোকন করে ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়ার ঐতিহাসিক মহাসম্মেলনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, ‘বর্তমানে আহলে হাদীস আন্দোলন আন্দোলনের পরিবর্তে একটি ফির্কায় পরিণত হইয়াছে এবং এই জামা'আতের যে কিছু করণীয় বা ইহার অস্তিত্বের যে কোন প্রয়োজন আছে, তাহা অনুমান করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে’।[২]

তিনি আহলেহাদীছদের উদ্দেশ্যে সেদিন উক্ত মর্মস্পর্শী ভাষণ পেশ করলেও তাতে জনতা পুরোপুরি সাড়া দেয়নি। ১৯৬০ সালের ৪ঠা জুন এই মহান ব্যক্তিত্ব ধরণীর বুক থেকে বিদায় নিলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গতি হঠাৎ বাধাগ্রস্ত হয়। জাতির জন্য রেখে যাওয়া তাঁর মহা মূল্যবান গ্রন্থাবলী অপ্রকাশিতই থেকে যায়। এমনকি **‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’** কথাটিরও

২. ঐ, আহলে হাদীস পরিচিতি, পৃঃ ৯৯।

অপমৃত্যু ঘটে। অথচ তাঁর অমর গ্রন্থ ‘আহলে হাদীস পরিচিতি’র মধ্যেই কেবল প্রায় ৮০ বার ‘আহলে হাদীস আন্দোলন’ কথাটির পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের আবির্ভাব :

১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) যেদিন নওদাপাড়ার ঐতিহাসিক ময়দানে উপরিউক্ত ভাষণ দিচ্ছিলেন, সেদিন তাঁর প্রকৃত উত্তরসূরী আজকের আপোসহীন ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের বয়স হয়েছিল এক বছর এক মাস ২৬ দিন (বাংলা ১৩৫৪ সালের ২রা মাঘ জন্মকাল হিসাবে)। আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শীর সেই হৃদয়বিদারক বাণীকে শক্ত হস্তে ধারণ করে, বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বলিয়ান হয়ে সেদিনের ফুটফুটে শিশু আজকের ভারত উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আন্দোলনের মৌলিক চেতনার সফল রূপকার, জাতীয় জাগরণের বীর সেনাপতি ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ঐ নওদাপাড়ার ঐতিহ্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক ময়দান থেকেই **‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’**-এর সূচনা করেছেন; সেখানেই আহলেহাদীছদের মহান ঐতিহ্যের মানদণ্ড বিশাল প্রতিষ্ঠানের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তিনি উপহার দিয়েছেন অতি সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ জ্ঞানের সীমাহীন মহাসাগর, তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং মৌলিক লক্ষ্য **‘আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ’** নামক ডক্টরেট থিসিস। যার মধ্যে রয়েছে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক এ আন্দোলনের প্রামাণ্য বর্ণনা, রয়েছে এ আন্দোলনের মহা উৎসের সন্ধান। অসংখ্য আক্বীদার মধ্যে আহলেহাদীছদের আক্বীদাই যে একমাত্র অভ্রান্ত ও নির্ভেজাল তাও তিনি শিল্পের ন্যায় অঙ্কন করেছেন অতি চমৎকারভাবে। পার্থিব জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক মূলনীতি সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ্র যে অনুপম দর্শন পেশ করেছেন, তা যেমন আহলেহাদীছদের ঘুমন্ত তাওহীদী চেতনাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে, তেমনি অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে পুঞ্জীভূত অপসংস্কৃতির অন্ধ প্রকোষ্ঠ গুঁড়িয়ে দিয়ে অহি-র স্বচ্ছ কিরণে উদ্ভাসিত করে। ডঃ গালিব নির্মাণ করেছেন এশিয়া মহাদেশে লুকিয়ে থাকা আহলেহাদীছ আন্দোলনের ঐতিহাসিক সোপান এবং হিংসুকদের গোপন করা জাজ্বল্যমান তত্ত্বের বিশাল সংগ্রহশালা। তিনি সেই

অমর গ্রন্থে স্মৃতিচারণ করেছেন আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রপথিকদের হৃদয়কাড়া বিস্ময়কর প্রতিভার প্রবাহমান সমুদ্র, যা সামনে রাখলে চোখ থেকে ঠিকই বাধাহীন গতিতে অশ্রু নিঃসরণ হয়, কিন্তু নিভৃতে দৃশ্যমান প্রাণপাখি আনন্দ-উৎফুল্লে উদ্বেলিত হয়। এছাড়া তিনি জ্ঞানলব্ধ, সাহিত্যসমৃদ্ধ লেখনীর মাধ্যমে সূচনা করেছেন স্বর্ণযুগের সাফল্যমণ্ডিত জীবন যাত্রাকে ফিরিয়ে আনার দুর্বার আন্দোলন; দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপন করেছেন অর্ধডজনেরও বেশী সুবিশাল প্রতিষ্ঠান।

ষড়যন্ত্রের অমানিশা :

তুমি কি লক্ষ্য করেছ? আজকে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে প্রকৃতপক্ষে একটি গণজাগরণে রূপ দেওয়া জোরালো দাবী উঠেছে চরমভাবেই। ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে দূরতম পার্থক্যের দোলন সৃষ্টি করেছেন। মানবরচিত আধুনিক ও প্রাচীন যাবতীয় মতবাদ যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক, তা তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি অপ্রতিরোধ্য চেতনা সৃষ্টি করেছেন যে, কেউ জীবনের কোন ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শ মেনে চলবে, আবার অন্য ক্ষেত্রে মানবরচিত মতবাদের অনুসরণ করবে- তা ইসলামী হোক আর অনৈসলামী হোক, এমন সত্য-মিথ্যা এক সঙ্গে চলতে পারে না; একদিকে মুহাম্মাদকে রাসূল হিসাবে মেনে নিবে অন্যদিকে ইহুদী-খ্রীস্টানদেরকে অনুসরণীয় হিসাবে গ্রহণ করবে- এমন ব্যক্তি কস্মিনকালেও মুক্তি পেতে পারে না। অনুরূপভাবে পূর্বসূরীদের দোহাই দিয়ে শিরক-বিদ'আত ও জাল-যঈফ হাদীছের মাধ্যমে কৃত ইবাদতও কখনো আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হ'তে পারে না। ড. গালিব যখন আহলেহাদীছসহ অন্যান্য মাযহাবী ভাইদেরকেও একটি স্বতন্ত্র ও অভ্রান্ত প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনে পরিণত করায় সিদ্ধহস্ত, ঠিক তখনই এই বিপ্লবী কাফেলার নব্যশত্রু, ছদ্মবেশী কালো শক্তি তাঁর উপর এবং তাঁর সংগঠনের উপর হঠাৎ আক্রমণ করেছে।

হে মুসলিম বাংলার তিন কোটি আহলেহাদীছ! এখনো কি তোমার ঘুম ভাঙ্গেনি, তোমার হৃদয়তন্ত্রীতে কুঠারাঘাতের বজ্রধ্বনি বেজে উঠেনি? লুকিয়ে থাকা তোমার উদ্দীপ্ত চেতনা কখন আবার জেগে উঠবে? তুমি কি লক্ষ্য করেছ,

বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সর্বোচ্চ প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটিরে পর্যন্ত যখন আহলেহাদীছ আন্দোলনের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছিল, আকাশে-বাতাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ী নিশান উড্ডীন করার মোক্ষম সময় হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, তখনই এ আন্দোলনকে উৎখাত করার জন্য, এর অবিস্মরণীয় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করার লক্ষ্যে এর উপর আজ নিকৃষ্ট রাষ্ট্রদ্রোহী জঙ্গীবাদের ডাহা মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে। উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দিগ্বিজয়ী তাওহীদী জাগরণের অকুতোভয় সিপাহসালার, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, এশিয়া মহাদেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রফেসর, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে উক্ত মিথ্যা অভিযোগে গত ২২ শে ফেব্রুয়ারী'০৫ দিবাগত রাত্রে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দী করা হয়েছে। সাথে গ্রেফতার করা হয় 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর, দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীন, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান **'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'** নওদাপাড়ার স্বনামধন্য প্রিন্সিপ্যাল, দীর্ঘদিন ধরে একাধিক রোগে আক্রান্ত বয়োঃবৃদ্ধ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীকে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী মেহেরপুর ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক একনিষ্ঠ কর্মবীর মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, পি-এইচ.ডি গবেষক এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ*[৩] সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য নেতা-কর্মীরা উক্ত মিথ্যা অভিযোগে আজ দীর্ঘ পাঁচ মাসাধিককাল অবধি কারাবন্দী।

জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটন : আহলেহাদীছ আন্দোলন

হে যাবতীয় রাষ্ট্রদ্রোহী শক্তির চিরন্তন আতঙ্ক! দেশদ্রোহী যেকোন অপতৎপরতার বিরুদ্ধে তুমিতো মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ। তুমিইতো সিংহের মত হুংকার দিয়ে সন্ত্রাসী শক্তির উপর সর্বাগ্রে লাফিয়ে পড়। যখন অন্যরা ভীত কাপুরুষের ন্যায় লেজ গুটিয়ে বসে থাকে, তখন তুমি প্রলয়ঙ্করী গর্জন হেঁকে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়। তুমিইতো চিরদিন ভেঙ্গে খানখান করেছ যাবতীয় অপশক্তির নাঙ্গা মঞ্চ। যতদিন উপমহাদেশের উপর সোনার রবি তার কিরণ

৩. পরবর্তীতে কারান্তরীণ অবস্থায় ২০০৫-২০০৭ সেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মনোনীত হন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধিনে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

ছড়াতে থাকবে, ততদিন কেউ কি তোমার সেই ইতিহাস আড়াল করতে পারবে? আজকেও যখন বাংলাদেশের অস্তিত্ব চরম হুমকির মুখে, যখন এপার বাংলা ওপার বাংলার সীমানাকে বিলীন করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে; এই ছোট্ট মুসলিম দেশটির চিরশত্রুরা যখন প্রশিক্ষণ দিয়ে জঙ্গী সৃষ্টি করে এর লালিত স্বাধীনতাকে হরণ করার আগ্রাসন চালাচ্ছে, তখন কেউ ঐ সমস্ত সন্ত্রাসী চক্রের বিরুদ্ধে টু শব্দ পর্যন্ত করেনি; এমনকি সরকার, প্রশাসন, গোয়েন্দা বাহাদুরেরাও নয়। একমাত্র তুমিই ঐ সমস্ত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখনী পরিচালনা করেছ, ওজস্বিনী ভাষণ দিয়েছ। সরকারের সিংহাসন যখন সংশয়াত্মক, তখন কেবল জঙ্গী দমনের লক্ষ্যভ্রষ্ট অভিযান শুরু করেছে। অথচ এই জঙ্গীবাদের মূলোৎপাটনের জন্য তুমি উচ্চকণ্ঠে ভাষণ দিয়ে আসছ ১৯৯৮ সাল থেকে; তীক্ষ্ণ তরবারির ন্যায় তোমার কলম পরিচালিত হয়ে আসছে ২০০০ সালের আগষ্ট মাস থেকে। এর বিরুদ্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছ তুমি আজ থেকে দীর্ঘ দুই বছর পূর্বে। বক্তব্য, বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তির তো কোন ইয়ত্তা নেই।

সরকারী বর্বরতার স্বরূপ :

সরকার প্রকৃত জঙ্গীদের দমন না করে, তাদেরকে আড়ালে রেখে তোমার উপর কেন সেই জঙ্গী সন্ত্রাসী অভিযোগ আরোপ করেছে? এদেশের বক্ষে ঢেলে দেয়া তোমার তপ্ত খুনের উপর কেন মিথ্যা কালিমা লেপনের আজ ব্যর্থ আগ্রাসন? কেন তোমার কর্ণধারকদের গ্রেফতার করে তোমার মেরুদণ্ডে করাঘাত করা হ'ল? ডাকাতির মামলা, চুরির মামলা, সন্ত্রাসী বোমা হামলার মামলা সহ ডজন খানেক মিথ্যা মামলা কেন তোমার উপর চাপানো হ'ল? দীর্ঘ একমাস রিমাণ্ডে নিয়ে নানা নির্যাতনসহ মস্তিষ্ক বিকৃতির চেষ্টা চালানো হ'ল কেন? সুদীর্ঘ ১৫ বছর ধরে চলে আসা আহলেহাদীছদের মহান ঐতিহ্য লাখ জনতার জাতীয় ভিত্তিক 'তাবলীগী ইজতেমা'০৫-এর বিশাল প্যান্ডেল কেন প্রশাসন কর্তৃক ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হ'ল? গরীব-দুঃখী, খেটে খাওয়া মানুষের অতি কষ্টের সংগ্রহ ঘর্মাক্ত লক্ষ লক্ষ অর্থ কেন এক নিমেষে নস্যাৎ করে দেয়া হ'ল? তুমি যখন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জর্জরিত হয়ে প্যান্ডেলের দিকে যাচ্ছিলে, তখন কেন র‍্যাব, পুলিশ, বিডিআর হায়েনার মত তোমার উপর আক্রমণ করছিল? সেদিন তোমার গগনবিদারী আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিল, আল্লাহ্র আরশ পর্যন্ত হয়ত কেঁপে উঠেছিল!

হে মাতৃভূমির অতন্দ্রপ্রহরী! তোমার উত্তরসূরীরা কি সেদিন ঐ দেশের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছিল, যে দেশের সাংবাদিকরা তোমার বিরুদ্ধে, তোমার লেখনী ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে হিংস্র নরপশুর মত নগ্নহাতে কলম ধরে? তোমাকে রাষ্ট্রদ্রোহী জঙ্গী প্রমাণ করার জন্য নিস্ফল অভিযান চালায়? যে দেশের সরকার, প্রশাসন তোমার কর্ণধারদের মুক্তির দাবীতে একটি পোস্টার লাগাতে দেয় না? পোস্টারিং করার সময় পুলিশ ৮/১০ বছরের ছেলেদের গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে, একটি লিফলেট বিতরণ করতে দেয় না, মিছিল করতে দেয় না? অথচ বিশ্ব সন্ত্রাসী চক্রের খুদকুঁড়ো খাওয়া ঐ সমস্ত উন্মাদ সাংবাদিকরা আর স্মরণকালের অদূরদর্শী বর্বর সরকার পার্থক্য করার যোগ্যতা রাখেনা- জিহাদ কী আর জঙ্গীবাদ কী, কে সর্বোচ্চ শিক্ষিত আর কে শীর্ষ সন্ত্রাসী, কে প্রবীণ প্রফেসর আর কে কুখ্যাত পণ্ডমস্তক, কে ডক্টর আর কে ডাকাত। হায়রে ধিক ঐ সমস্ত নির্বোধগোষ্ঠীকে।

প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব যে বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ কর্মরত, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল, শিক্ষক সমিতি, স্বয়ং তাঁর বিভাগের শিক্ষকগণ পর্যন্ত যখন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, তখন শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষকের মুক্তির দাবীতে মিছিল-সমাবেশ করতে গেলেও বাধা দেয়া হল। তুমি কি এদেশে জন্মগ্রহণ করনি! তুমি কি এদেশের নাগরিক নও! তোমার অপরাধ কী? তুমি কি কোনদিন রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য মানুষের উপর আগ্রাসন চালিয়েছ? কোনদিন কি তুমি মন্ত্রিত্ব অর্জনের মোহে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করেছ? এমপি পদের জন্যও কি তুমি উন্মাদের মত ছুটে চলেছ? তুমি তো কোনদিন হরতাল, ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল, রাস্তায় দাঙ্গা-হাঙ্গামাও করনি। ইতিহাসে এগুলোর কোনরূপ নযীর আছে কি? গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নিশ্ছিদ্র অভিযান চালানো হয়েছে, কিন্তু তোমার হাতে কখনো হাতকড়া পরাতে পেরেছিল কি? হাযার হাযার মারণাস্ত্র উদ্ধার হ'লেও তোমার ঘরে কি একটিও পেয়েছিল? বর্তমান কথিত জোট সরকারের সূচনাতে দীর্ঘদিন সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অপারেশন ক্লিনহার্ট চালানো হয়েছে, আজকেও র‍্যাব, পুলিশের অভিযান চলছে, শত শত সন্ত্রাসী ধরা পড়ছে, ট্রাক ট্রাক অস্ত্র ভাণ্ডারও পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তোমার সাথে কি সেগুলোর কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা আছে?

আপোসহীন চেতনার সন্ধানে :

হে চির সংগ্রামী অদম্য কাফেলা! তুমি কি তোমার সেই বাধাহীন আন্দোলনের কথা ভুলে গেছ? একমাত্র তুমিই এদেশের একই বিশ্বাস ও কর্মপন্থার অধিকারী একক ঐক্যবদ্ধ মহা শক্তি। এদেশের কার এত বড় স্পর্ধা যে তোমার উপর হিংস্র পশুর ন্যায় আক্রমণ করে, তোমার অস্তিত্বকে চিরতরে বিলীন করে দিতে চায়? এদেশে এমন কে জন্ম নিয়েছে যে, তোমাকে এদেশ থেকে উৎখাত করতে চায়, তোমার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে মুছে ফেলতে চায়? নর্দমায় নিক্ষিপ্ত হয়ে কোন্ নরপশুর পণ্ডমস্তক এত দীর্ঘ হয়েছে যে, তোমার উপর রাষ্ট্রদ্রোহী জঙ্গীবাদের মিথ্যা অভিযোগ দেয়, স্বৈরাচারী শাসককে তোমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়? কে তোমার দুর্বার গতিকে স্তব্ধ করে দিতে চায়? তোমার মসজিদ, মাদরাসা, শিক্ষাগার বন্ধ করে দিয়ে তোমাকে অন্ধ কুটিরে আবদ্ধ করতে চায়? কোন্ যালেম সরকারের সাধ্য আছে যে, বিশ্ববরেণ্য আলেম এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব স্বনামধন্য প্রবীণ প্রফেসরকে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, এক কোর্ট থেকে অন্য কোর্টে বারংবার হেনস্তা করতে পারে?

তুমি কি ভেবে দেখেছ? এই মিথ্যাচার, এই জঘন্য অপবাদ একক কোন ব্যক্তির উপরে নয়; বরং পৃথিবীর সমগ্র আহলেহাদীছদের উপর। এদেশের একক ঐক্যবদ্ধ শক্তি আহলেহাদীছদের উপর সরকার মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে বিশ্বের সকল আহলেহাদীছের হৃদয়ের মণিকোঠোয় কুঠারাঘাত করেছে। কোন্ পথভ্রষ্ট ফের্কার আবির্ভাব হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক তোমার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরকে ছিনিয়ে নিতে চায়? তাওহীদ ভিত্তিক সার্বিক প্রচারণা নিষিদ্ধ করতে চায়? কে তোমার লালিত স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নিতে চায়? বিশ্ব সন্ত্রাসীদের গোলাম চক্রের এতই সাহস, তোমার দেহে একবিন্দু খুন প্রবাহমান থাকতে এই স্বাধীন মাতৃভূমিকে অন্যের হাতে তুলে দিতে চায়? তোমার কি স্মরণ নেই, তোমার ইতিহাস প্রকৃত মুসলিমদের ইতিহাস, গৌরবময় ছোট্ট মুসলিম ভূখণ্ডের ইতিহাস। তোমার ইতিহাস বৃটিশ বিরোধী 'জিহাদ আন্দোলন'-এর ইতিহাস, উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস। তোমার ইতিহাস ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, মুসলিম বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস।

তোমার আর বসে থাকার সময় কোথায়? তোমার সর্বাঙ্গীন দেহের শিরা-উপশিরায় লুকিয়ে থাকা তাওহীদী হুংকার আবারো ছাড়তে হবে। তুমি যে ইসলামের চিরশত্রুদের মূলোৎপাটনকারী আবুবকর, ওমর, আলী, হামযাহ, খালেদের সুযোগ্য উত্তরসূরী, সেই সাজেই আজ তোমাকে সজ্জিত হ'তে হবে। তুমিই যে ইহুদী-খ্রীস্টান, গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী যাবতীয় চক্রান্ত নস্যাৎকারী ক্রুসেড বিজেতা ছালাহুদ্দীন আইয়ুবী, স্পেন বিজেতা তারিক বিন যিয়াদ, উপমহাদেশ বিজেতা মুহাম্মাদ বিন কাশেম, খিলজীর সুযোগ্য সন্তান, তার পরিচয় আজ উদঘাটন করতে হবে। তুমি যে দেশদ্রোহী দেশী-বিদেশী জাতশত্রুদের ধূলিসাৎকারী উপমহাদেশের আহলেহাদীছ সিপাহসালারদের রক্তে রঞ্জিত নওজোয়ান, সেই শ্রেষ্ঠত্বই আজ তোমাকে নির্ভীকচিত্তে তুলে ধরতে হবে। বিশ্ববিখ্যাত প্রতিভাধর তোমার উত্তরসূরীদের ন্যায় তোমারও প্রতিভার বিকাশ সাধন করতে হবে।

ঘরের শত্রু বিভীষণ :

হে সোনালী যুগের মহান ঐতিহ্যের ধারক! তোমার ঘরের শত্রুরা তোমার বিরুদ্ধে আজ সার্বক্ষণিক তৎপর। যারা তোমাকে সর্বদা অবদমিত করে রাখতে চায়। তোমার আপোসহীন সংগ্রামী চেতনা যেন পুনরায় উজ্জীবিত না হয়, বাতিলের প্রাসাদবিধ্বংসী গগনচুম্বী জিহাদী হুংকার যেন আবারো ধ্বনিত না হয় সেজন্য তারা অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তারা তোমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে রেখে তোমার ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে খর্ব করতে চায়, সর্বাবস্থায় নিষ্ক্রিয় ও পরিত্যক্ত করে রাখতে চায়। সংকীর্ণ ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তারা নিজেরা আহলেহাদীছদের জন্য এতটুকু সময়, শ্রম, অর্থ ব্যয় করে না; বরং যারা সমাজে কাজ করতে চায় তাদেরকে বিভিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে নিরুৎসাহিত করে। জাহেলিয়াতের নব্য দর্শনের কাছে মস্তিষ্ক খোয়া করে নিজেদের বলিষ্ঠ অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেছে। তারা এমনই অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে যে, তাদের হৃদয়ে আজ একটিবারও নাড়া দেয় না- দেশবরেণ্য প্রখ্যাত আলেম শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী কোন্ ঘরের সন্তান, কার জন্য পরিশ্রম করতে করতে অতি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছেন! অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, এ. এস. এম আযীযুল্লাহ কার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন! কাদের জন্যইবা তাঁরা দিবারাত্রি সারাক্ষণ পরিশ্রম করেন, কেনইবা তাঁরা আজ দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ জীবন যাপন

করছেন! দেশের অন্যান্য ইসলামী দলে হয়ত একজনও আহলেহাদীছ নেই। অথচ তারা আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে নিন্দা প্রতিবাদ জানিয়েছেন, বিবৃতি দিয়েছেন, নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত দিকভ্রান্ত নামধারী আহলেহাদীছরা প্রতিবাদ জানানো তো দূরের কথা, বরং উল্লাসে ফেটে পড়ে আনন্দ প্রদর্শন করে।

তারা জ্ঞানহীনদের ন্যায় 'মুনাজাত', 'দুই আযান'-এর মত দু'একটি অতি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে আহলেহাদীছের এই বিশাল প্লাটফরমকে বিভক্ত করে করে রাখতে চায়। অথচ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশ্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, শায়খ বিন বায, নাছিরুদ্দীন আলবানী, শায়খ উছায়মীন প্রমুখ হক্বপন্থী পণ্ডিতগণ বহুকাল পূর্বেই বিদ'আত বলে চূড়ান্ত ফায়ছালা দিয়ে গেছেন। আসলে তারা জেনে-বুঝে প্রকৃত সত্যকে গোপন করে স্বার্থসিদ্ধ করতে চায়। তারা যেমন ডঃ গালিবের অবদান সমূহকে আড়াল করে তাঁর আপোসহীন দুর্বার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চায়, তেমনি 'আহলেহাদীছদের কোন কাজ নেই', 'তারা ছোটখাট মাসআলা নিয়েই ব্যস্ত থাকে' ইত্যাদি বলে অন্যদেরকেও তাচ্ছিল্য করে এবং তাদের পাতানো ফাঁদে জনমের মত বন্দী করতে চায়।

হায়রে অজ্ঞতা! মেঘমুক্ত আকাশে উদ্দীপ্ত রবি-শশীকে যেমন কিছুতেই আড়াল করা যায় না, তেমনি ডঃ গালিবের অবদানকে ঢেকে রাখার কোনই সুযোগ নেই। তিনি দীর্ঘদিন শ্রমলব্ধ গবেষণা করে আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপরে পি-এইচ.ডি করে আহলেহাদীছদেরকে চির ধন্য করেছেন, সুউচ্চ আসনে আসীন করেছেন। এই জগৎজোড়া স্থায়ী সম্মান কাদের জন্য? পরকালের পথে যাত্রা করার সময় তিনি কি তা সাথে করে নিয়ে যাবেন, না আহলেহাদীছদের জন্য রেখে যাবেন? তাঁর নিরন্তর গবেষণার ফসল প্রায় পঁচিশখানা গ্রন্থ সহ তিনশতাধিক নিবন্ধ। তিনি আজ এই তাওহীদ ভিত্তিক নিখুঁত গবেষণা পরিচালনা করছেন কার জন্য? এটা তো আহলেহাদীছদের জন্যই, ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য, দেশ ও জাতির জন্য। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'- কর্তৃক রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়ায় গড়ে উঠেছে বিশাল শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগার। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ সমস্ত

প্রতিষ্ঠানে কার ঘরের সন্তান লেখা-পড়া করে, কোন আক্বীদা-আমলইবা সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয়? এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মকর্তা, কর্মচারী কাদের উদ্দেশ্যে সার্বক্ষণিক তৎপর থাকেন? গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক আজ বিশ্বব্যাপী যে নীরব বিপ্লব শুরু করেছে তাতে কার সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে? এই সংগঠন সমাজ কল্যাণমূলক যে বৃহৎ কাজের আঞ্জাম অব্যাহত রেখেছে, সেগুলো আহলেহাদীছ সমাজের জন্য করা হয়, না অন্যদের জন্য করা হয়? এই সংগঠনই ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম আহলেহাদীছদের জন্য **'ফাতাওয়া বোর্ড'** প্রতিষ্ঠা করেছে। এখান থেকে কে উপকৃত হয়? আগামী দিনের জন্য যে সকল সুদক্ষ ও সুযোগ্য কর্মী তৈরী করছে তারা কাদের মাঝে কাজ করছে, তাদের অবস্থানইবা কোথায়? বর্তমানে এর সুমহান লক্ষ্য হ'ল, সালাফী আক্বীদাসম্পন্ন বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। এতে কার মান বৃদ্ধি পাবে? সেখানে কাদের সন্তান উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে?

আফসোস! যিনি আহলেহাদীছদের জন্যই নিরঙ্কুশভাবে আজ জীবনের সর্বস্ব উৎসর্গ করছেন, তাঁর অবদানকে যারা অস্বীকার করে তারা কোন্ প্রকৃতিতে গড়া মানব? যিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের পিছনে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকার কারণে নিজের জন্য, সন্তান-সন্ততির জন্য কিছুই করতে পারেননি। আজ পর্যন্ত তার মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও নেই। মিথ্যা অপপ্রচারের কারণে তাঁর ব্যাংক একাউন্ট সহ সবকিছুই সার্চ করা হয়েছে, কিন্তু সবখানেই পাওয়া গেছে নযীরবিহীন শূন্যতা। মূলকথা তাঁর জীবনের মুখ্য বিষয়ই হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। এজন্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ডক্টরেট থিসিসও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উপর করায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক প্রবীণ প্রফেসর মন্তব্য করেছিলেন, 'এই ব্যক্তির শরীরের লোমগুলোও মনে হয় আহলেহাদীছ আন্দোলনের কথা বলে'!

অতএব যারা ষড়যন্ত্রের নানারূপী নীলনকশা তৈরী করে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরদিনের জন্য উৎখাত করতে চায়, সেই সমস্ত বিশ্বাসঘাতক, লোভাতুর, স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হ'ল, পৃথিবীর ইতিহাসে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ইতিহাসের পাতায় তারা নিকৃষ্ট পশুর চেয়েও জঘন্য ইতর বলে

পরিচিত আছে। বিশ্ববাসী তাদের উপর সর্বদা অভিসম্পাত করে, তাদের নাম শ্রবণে আস্তাকুঁড়ে থুথু নিক্ষেপ করে, যেন তারা বিশ্রী অবয়বে সেখানে নিমজ্জিত। আজকেও যারা এই আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তারাও যুগের পর যুগ ইতিহাসে ঘৃণিত, চির অভিশপ্ত, লাঞ্ছিত হ'তে থাকবে। এমনকি মৃত্যুপূর্ব কালও তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে ভুল করবে না। মানুষের গ্লানি আর তাচ্ছিল্যের সমুদ্রে বিবর্ণ হ'তে থাকবে। মীরজাফরদের ন্যায় নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে ঘৃণাবোধ করবে। কারণ এ সমস্ত দানবরূপী বিতাড়িত ইবলীস এবং দুর্ধর্ষ জাহান্নামের ক্রীড়নক মুনাফিকদের কারণেই যুগে যুগে ইসলাম, দেশ, জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অন্যদিকে যারা আহলেহাদীছদের সম্পর্কে পশ্চাতে কঠোর সমালোচনা করে তারাও এর ছদ্মবেশী শত্রু। তারা বিগত মহান পণ্ডিতগণের নাম ভাঙ্গিয়ে সমাজে বিভ্রান্তির বীজ বোপন করে। অথচ ঐ মহান মনীষীদের নীতি সমূহ কখনোই তারা অনুসরণ করে না। আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) উপমহাদেশে সৃষ্ট কথিত ইসলামী মতবাদের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখনী পরিচালনা করেছেন, সর্বদা অপ্রতিরোধ্য সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত আহলেহাদীছ দাবীদাররা তাঁর রেখে যাওয়া নীতির দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করে না। তিনি কি কখনো জাহেলী মতবাদের সঙ্গে আপোস করতে বলেছেন? বৈষয়িক জীবনে নাস্তিক সেজে পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থা, রাজনীতি ও সূদভিত্তিক অর্থনীতির সাথে জড়িত থাকতে বলেছেন? বরং ঐ সমস্ত মুখোশধারী কথিত আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে তিনি যেমন কঠোর মন্তব্য করেছেন, তেমনি তাদের আহলেহাদীছ হওয়ার দাবীকেও বলিষ্ঠ কণ্ঠে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর **'আহলে হাদীস আন্দোলন ও উহার বৈশিষ্ট্য'** নামক ছোট্ট পুস্তকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, 'আহলে হাদীসগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী ও ব্যবস্থাপকরূপে আল্লাহ্‌র সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং মনুষ্যশ্রেণীর মধ্য হইতে শুধু তদীয় রাসূলের (ছাঃ) অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য। যাঁহারা উল্লিখিত নীতি সমূহ মান্য করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের আহলেহাদীসরূপে গণ্য করা যেরূপ অন্যায়, তাঁহাদের আহলেহাদীস হইবার দাবীও তদ্রূপ অর্থহীন'।[৪]

৪. আহলে হাদীস আন্দোলন ও উহার বৈশিষ্ট্য, পৃঃ ৩-৪।

অতএব ভেবে দেখ হে আহলেহাদীছ দাবীদার! তোমার জীবনে আজ কার সার্বভৌমত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছ। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব না অন্য কারো সার্বভৌমত্ব? তোমার জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুহাম্মাদের অধিনায়কত্ব স্বীকার করেছ, না মুহাম্মাদের চিরশত্রু বিধর্মীদের অধিনায়কত্ব স্বীকার করেছ? আত্মসমালোচনা কর, তোমার আহলেহাদীছ হওয়ার দাবী কতটুকু যুক্তিযুক্ত!!

বলিষ্ঠ পদে আবার দাঁড়াও :

হে মহা সংগ্রামী আহলেহাদীছ নওজোয়ান! তুমি তোমার যাবতীয় অলসতা ঝেড়ে ফেলে আবারো গর্জে উঠো, শির উঁচু করে বলিষ্ঠ পদে দণ্ডায়মান হও! জাতীয়, বিজাতীয় ও ধর্মের নামে সৃষ্ট সকল প্রকার প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদকে পদপৃষ্ঠ করে সর্বযুগে প্রশংসিত রাসূলের দেখানো অভ্রান্ত ও চূড়ান্ত পথ 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নিজস্ব প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হও! পিছনের ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখ, সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ থাকার কারণে তারাই চিরদিন বিজয় লাভ করেছে। ঐ শুন তোমার রেনেসাঁ উত্তরণের দিকনির্দেশনা, যা উদগত হয়েছে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অনন্য প্রতিভা আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ)-এর আন্দোলনী স্ফুলিঙ্গ হ'তে, 'অতএব আমাদিগকে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে, আমাদের দোষত্রুটির সংশোধন করিয়া আমাদিগকে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। সকল সন্দেহ ও দ্বিধা ঝাড়িয়া ফেলিয়া পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত দৃঢ় পদবিক্ষেপে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে'।[৫]

হে স্বর্ণযুগের দীপ্তিমান প্লাটফরমের সুযোগ্য উত্তরসূরী! তুমি কি পারনা তোমার বিপ্লবী উত্তরসূরী ছাহাবায়ে কেরামের মত ঐক্যবদ্ধ মহা শক্তিতে পরিণত হ'তে? তুমি কি পারনা তাঁদের মত নব্য জাহেলিয়াতের সকল স্তম্ভকে চূর্ণ করে কুরআন-সুন্নাহ্‌র চির আহ্বানকে প্রতিষ্ঠা করতে? তুমি বাধাহীন গতিতে সম্মুখপানে এগিয়ে চল। প্রতিষ্ঠা কর এলাহী বিধানের দীপ্তি ছড়ানো সুমহান আলোকস্তম্ভ। তোমার ঘরের সন্তানদের জন্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোন শিক্ষাগার নেই। সন্তান জন্মগ্রহণ করে তোমার ঘরে অথচ মাথানিচু করে শিক্ষা নিতে যায় অন্যের সংকীর্ণ নিকেতনে। তুমি দৃঢ় মনোবল নিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে এসো সর্বোচ্চ জ্ঞানকেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপন কর ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশাল বিশাল শিক্ষাগার, তৈরী কর সর্বশ্রেষ্ঠ খোরাক ঐতিহ্যবাহী গবেষণাগার,

৫. আহলে হাদীস পরিচিতি, পৃঃ ১৭।

সৃষ্টি কর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সমগ্র উৎসধারা। মহান আল্লাহ তোমাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামগ্রিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

ফাঁসির কাষ্ঠে দণ্ডায়মান খোবায়েব (রাঃ)-এর আপোসহীন স্বীকারোক্তি:

‘আমি কোন কিছুরই পরোয়া করি না যখন আমাকে একজন মুসলিম হিসাবে হত্যা করা হয়। আল□াহ্র রাহে আমাকে যেভাবেই ক্ষতবিক্ষত করা হোক, তা কেবল মহান আল□াহ্র জন্যই। তিনি ইচ্ছা করলে আমার দেহ হ’তে বিচ্ছিন্ন করা প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে বরকত দান করবেন’!! –ছহীহ বুখারী হা/৩৯৮৯।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের জগদ্বিখ্যাত সিপাহসালার
ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)–এর বক্তব্য:

‘আমার শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে কিসের প্রতিশোধ নিবে? আমার জান্নাত, আমার বাসস্থনতো আমারই বক্ষে। আমাকে হত্যা করা হ’লে আমি শাহাদাতের পিয়ালা পান করব, আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হলে আমি অন্যত্র ভ্রমনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাব, আমাকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হ’লে তা হবে আমার জন্য নির্জন বাসস্থন’!!

W. Avj-vgv BKev‡ji D`vË AvnŸvb:

‘দলীয় বিভক্তি ও অনৈক্যের ভিত্তি গুঁড়িয়ে দাও, রসম-রেওয়াজের সিলসিলাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দাও। কারণ এটাই দ্বীনের নির্দেশ, এখানেই রয়েছে বিজয়ের দরজা, যার ফলে সমগ্র পৃথিবীতে তাওহীদের পতাকা চির উন্মুক্ত হবে’।

কুরআন-সুন্নাহ্র অমীয় বাণী :

‘তবে কি তোমারা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে আর কিছু অংশের সঙ্গে কুফরী করবে? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে তাদের একমাত্র প্রতিফল হ’ল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং ক্বিয়ামতের দিন কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু সম্পাদন করছ সে সম্পর্কে আল্লাহ অমনোযোগী নন। ঐ সমস্ত লোকেরাই আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে। এজন্যই তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না’ *(বাক্বারাহ ৮৫-৮৬)*।

‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত পেশ করলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা কোন মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকে না। যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে সে তো প্রকাশ্যই পথভ্রষ্ট হবে’ *(আহযাব ৩৬)*।

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার আমীরের। অতঃপর যদি কোন ব্যাপারে তোমরা মতবিরোধ কর তাহ’লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ফায়ছালার) দিকে বিষয়টিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হও। এটাই অধিক কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর সমাধান’ *(নিসা ৫৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি বিদ‘আত করে অথবা বিদ‘আতীকে আশ্রয় দেয়...ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা ঐ ব্যক্তির ফরয এবং নফল কোন ইবাদত কবুল করবেন না’।[৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি (১) জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) প্রয়োজনে হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা‘আত হ’তে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল তার গর্দান হ’তে ইসলামের গণ্ডি ছিন্ন হ’ল- যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহ্বান জানালো, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ’ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে ও ধারণা করে যে সে একজন ‘মুসলিম’।[৭]

---

৬. ছহীহ বুখারী হা/১৮৭০; ছহীহ মুসলিম হা/৩৩৯৩, ‘হজ্জ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৫; মিশকাত হা/২৭২৮, ‘হজ্জ’ অধ্যায়।

৭. আহমাদ, তিরমিযী হা/২৮৬৩, ২/১১৩-১১৪ পৃঃ; আলবানী, মিশকাত হা/৩৬৯৪, ‘ইমারত’ অধ্যায়, সনদ ছহীহ।

আহলেহাদীছদের দায়িত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনদের মন্তব্য :

(১) ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হিঃ) ঘোষণা করেন, 'মুক্তিপ্রাপ্ত দল হ'ল 'আহলেহাদীছ'-এর দল। যারা রাসূলের বিধান সমূহের হেফাযত করে ও তাঁর ইলম কুরআন ও হাদীছের পক্ষে প্রতিরোধ করে। নইলে মু'তাযিলা, রাফেযী (শী'আ), জাহমিয়া ও আহলুর রায়দের নিকট থেকে আমরা সুন্নাতের কিছুই আশা করতে পারি না'।[৮]

(২) ইমাম আবুদাঊদ (২০৪-২৭৫হিঃ) বলেন, 'আহলেহাদীছগণ যদি দুনিয়ায় না থাকত, তাহ'লে ইসলাম দুনিয়া থেকে মিটে যেত'।[৯]

(৩) মুহাদ্দিছ খত্বীব বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) অন্যান্যদের সাথে আহলেহাদীছদের পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'প্রত্যেক দলই প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ও তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে অথবা নিজস্ব অভিমতকে উত্তম মনে করে এবং তার উপরই অটল থাকে; কেবল আহলেহাদীছগণ ব্যতীত। কারণ আল-কুরআন তাদের হাতিয়ার, সুন্নাহ তাদের দলীল, রাসূল (ছাঃ) তাদের দলনেতা এবং তাঁর দিকেই তাদের সম্বন্ধ। তারা মনোবৃত্তির উপর বিচরণ করে না এবং রায়ের দিকেও ভ্রূক্ষেপ করে না'।[১০]

(৪) ঐতিহাসিক আব্দুল ক্বাহির বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯) বলেন, 'রূম সীমান্ত, আলজেরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান, মধ্য তুর্কিস্তান প্রভৃতি এলাকার সকল মুসলিম অধিবাসী 'আহলেহাদীছ' মাযহাবের উপরে ছিলেন। তেমনি আফ্রিকা, স্পেন ও পশ্চিম সাগরের পশ্চাদবর্তী দেশসমূহের সকল মুসলিম 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। একইভাবে আবিসিনিয়ার উপকূলবর্তী ইয়ামনের সকল অধিবাসী 'আহলেহাদীছ' ছিলেন। তবে তুরস্ক ও চীন অভিমুখী মধ্য

৮. শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৫, ১৫ ও ৩৩, ২৯।
৯. শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৩৩, ২৯।
১০. শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৮।

তুর্কিস্তান সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে দু'টি দল ছিলঃ একদল শাফেঈ ও একদল আবু হানীফার অনুসারী'।[১১]

(৫) যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী মন্তব্য করেন, 'মুক্তিপ্রাপ্ত দল হ'ল আহলেহাদীছ- 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাদের সাথে একত্রিত করুন!' যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির রায়কে প্রাধান্য দেন না, ঐ ব্যক্তি যত বড়ই হউন না কেন। তাঁরা ঐ সমস্ত লোকদের বিরোধী, যারা হাদীছ ও তার প্রতি আমলের তোয়াক্কা করে না; বরং কেবল তাদের ইমামদের রায়কে প্রাধান্য দেয়.. আর আহলেহাদীছগণ শুধু তাদের নবীর বক্তব্যকে প্রাধান্য দেন। এই বর্ণনার পর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, আহলেহাদীছরাই সেই বিজয়ী কাফেলা এবং নাজাতপ্রাপ্ত দল; বরং শ্রেষ্ঠ উম্মত, যারা মানবজাতির উপর হবে সাক্ষী স্বরূপ'।[১২]

১১. কিতাবু উছূলিদ্দীন ১/৩১৭ পৃঃ।
১২. সিলসিলা ছহীহাহ ১/৪৮২ পঃ, হা/২৭০-এর আলোচনা দ্রঃ।